রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১২, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জুন ২০০৬/২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

এস, আর, ও নং ১৪১-আইন/২০০৬।—যেহেতু সংবিধান অনুসারে নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার কর্ম বিভাগ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস গঠন, সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ, সার্ভিসের সদস্যগণের বরখাস্তকরণ, সাময়িক বরখাস্তকরণ, অপসারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **বিধিমালার নাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ, এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তৎকর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত Rules of Business এর আওতায় সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

(খ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঘ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি;

(ঙ) "পদ" বা "সার্ভিস পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(চ) "প্রবেশ পদ" অর্থ সার্ভিসের সহকারী জজের পদ;

(ছ) "শিক্ষানবিস" অর্থ প্রবেশ পদে বিধি ৬ এর অধীন শিক্ষানবিস হিসাবে প্রবেশ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(জ) "সার্ভিস" অর্থ বিধি ৩ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস;

(ঝ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়, বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩। **সার্ভিস গঠন**।—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস থাকিবে এবং তফসিলে বর্ণিত পদসমূহ উক্ত সার্ভিসের পদ হইবে, যাহার সংখ্যা উপ-বিধি (৩) অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(২) জুডিসিয়াল সার্ভিস নিম্নরূপ ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে তফসিলে উল্লিখিত পদসমূহের বিপরীতে নিযুক্ত এবং উক্ত পদসমূহের বা প্রেষণে বা অন্য কোনভাবে অন্যত্র কর্মরত ব্যক্তিগণ; এবং

(খ) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সার্ভিস পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সময় সময়, সার্ভিসের পদ সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তফসিলে উল্লিখিত পদসমূহের অনুমোদিত সংখ্যা এবং ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য উহার অতিরিক্ত ১০% পদ সংখ্যা হইবে সার্ভিসের প্রাথমিক পদ সংখ্যা।

৪। **প্রবেশ পদে নিয়োগ।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং এই বিধিমালা অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।

৫। **প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা, বয়ঃসীমা ও অন্যান্য শর্তাবলী।**—(১) কোন ব্যক্তি প্রবেশ পদে নিয়োগলাভে যোগ্য হইবেন, যদি—

(ক) তিনি কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রীধারী হন; এবং

(খ) তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের সময়ে নির্ধারিত তারিখে অনধিক ৩০ বৎসর হয়।

(২) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রবেশ পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; বা

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব-কার্যকলাপ যথাযথ এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৫) কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৬) কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর অধীন সহকারী জজ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যেইরূপ সিলেবাস ও পদ্ধতি অনুসৃত হইত সেইরূপ পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণক্রমে কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) প্রবেশ পদে প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে মহিলাদের মধ্য হইতে অন্যূন ২০% মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে মহিলাদের মধ্য হইতে অন্যূন ২০% প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব না হইলে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে মেধার ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব উক্ত ২০% কোটা পূরণের জন্য যেই সংখ্যক প্রার্থী প্রয়োজন হইবে সেই সংখ্যক প্রার্থীকে মনোনয়ন ও নিয়োগ করিতে হইবে।

(৯) সার্ভিসে চাকুরীরত মহিলাদের সংখ্যা সার্ভিস পদ সংখ্যার ৫০% এ উন্নীত হইলে উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত কোটা অকার্যকর হইবে।

৬। **শিক্ষানবিস**।—(১) সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এইরূপে বর্ধিত করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ বর্ধিত করা না হইলে উহা সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) শিক্ষানবিসি মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, শেষ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, শিক্ষানবিসকে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকরতাসহ স্থায়ী করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ বা বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহা চলাকালে যে কোন সময় বা উহা শেষ হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা ক্ষেত্রমত ছিল না কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই বা উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন নাই, তাহা হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ চলাকালে বা ক্ষেত্রমত উক্ত ছয় মাসের মধ্যে শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি উক্ত শিক্ষানবিস উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময়, নির্ধারিত—

(ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও নির্ধারিত মেয়াদে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করেন; এবং

(খ) অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া উক্ত প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সমাপ্ত না করেন; এবং

(গ) বিভাগীয় পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ না হন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীনে উক্ত পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত Munsifs Training and Probation Rules, 1979 যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিধিমালা অনুসারে কমিশন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৫) কোন শিক্ষানবিসের চাকুরী উপ-বিধি (৩) এর অধীন আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান না ঘটাইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, শিক্ষানবিসি মেয়াদের পরবর্তী ছয় মাস, বা বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে উহার পরবর্তী ছয় মাস, অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাকুরী স্থায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন শিক্ষানবিসের চাকুরী এই বিধির অধীন স্থায়ী করা হইলে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ তাহার পদোন্নতি, পেনশন, ছুটি এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সার্ভিসের তাহার চাকুরীকাল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ।**—(১) সার্ভিসের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বরখাস্তকরণ বা অপসারণ করা যাইবে না।

(২) সার্ভিসের কোন পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগদান না করিয়া, এবং সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সার্ভিসের পদ হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্যকে এই বিধির অধীন সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ বা অপসারণের ক্ষেত্রে Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 এর বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে (Mutatis Mutandis), প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল বিষয়ে সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

৮। **হেফাজত।**—এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে (Bangladesh Civil Service (Judicial) এর বিভিন্ন পদে প্রদত্ত নিয়োগ ও পদোন্নতি এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নিয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

[বিধি ২(গ) এবং ৩(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের পদসমূহ

(ক) জেলা জজ/জেলা ও দায়রা জজ/দায়রা জজ/সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ;

(খ) অতিরিক্ত জেলা জজ/অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/অতিরিক্ত দায়রা জজ;

(গ) যুগ্ম জেলাজজ/যুগ্ম-জেলা ও সহকারী দায়রা জজ/সহকারী দায়রা জজ;

(ঘ) সিনিয়র সহকারী জজ;

(ঙ) সহকারী জজ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।